

সাধারণ শিক্ষার্থীর স্বার্থ সর্বাগ্রে



সম্পাদকীয়

প্রকাশ: ২৬ এপ্রিল ২০২৬ | ০৭:১৯

| প্রিন্ট সংস্করণ



ক্ষমতাসীন দল বিএনপি সমর্থিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত ইসলামী ছাত্রশিবিরের মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে গত কয়েক দিনে যেই সংঘাত-সংঘর্ষ ঘটানো চলিয়াছে, উহা অনাকাঙ্ক্ষিত হইলেও অনুমিত। সমকালসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, উভয় পক্ষের মধ্যে গত কয়েক দিনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও পাবনায় সংঘর্ষ হইয়াছে, যেইখানে উভয় পক্ষেরই হস্তে ধারালো অস্ত্র দেখা গিয়াছে। কয়েকজন আহতও হইয়াছেন। এই সংঘাতের কারণে গত কয়েক দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে উত্তেজনাঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। বিঘ্ন ঘটিয়াছে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশের।

বিষয়টি অনাকাঙ্ক্ষিত। কারণ ইহার চূড়ান্ত ভুক্তভোগী হয় সাধারণ শিক্ষার্থীরা, যাহাদের সহিত এই সংঘাতের কোনো সংশ্লিষ্টতা নাই। অতীতে দেখা গিয়াছে, এই ধরনের পরিস্থিতিতে পরীক্ষা তো বটেই, শ্রেণি কার্যক্রমও বন্ধ হইয়া যায়। এমনকি সংঘাত-সংঘর্ষ দীর্ঘায়িত হইবার আশঙ্কা দেখা দিলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি দেওয়া হয়। ইহার ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন অহেতুক দীর্ঘায়িত হয় এবং অভিভাবকদের উপর অতিরিক্ত শিক্ষা ব্যয়ের বোঝা চাপিয়া বসে। আর এই ঘটনা এমন সময় ঘটে যখন অভিভাবকগণ স্বপ্ন দেখিতে থাকেন, তাহাদের সন্তান সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করিয়া পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। অন্যদিকে রাষ্ট্রও দক্ষ কর্মীর অভাবে বিভিন্ন খাত সচল রাখিতে হিমশিম খায়। এই ধরনের সংঘাত অনুমিতও বটে। কারণ অতীতে যেই সকল কারণে শিক্ষাঙ্গন প্রায়শ ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যকার সংঘর্ষে কাঁপিয়া উঠিত, সেই সকল কারণ অনেকাংশে এখনও বিদ্যমান।

ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীর সহিত কথা বলিয়া সমকালের প্রতিবেদক জানাইয়াছেন, শব্দ প্রয়োগের ন্যায় তুচ্ছ বিষয় লইয়া বচসা উভয় সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে গড়াইলেও উহার নেপথ্যে রহিয়াছে শিক্ষাঙ্গনের নিয়ন্ত্রণ। আমরা জানি, গত বৎসরের শেষ দিকে এবং চলমান বৎসরের শুরুতে অনুষ্ঠিত ছাত্র সংসদ নির্বাচনসমূহে জয়ের পর দেশের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের একক অবস্থান তৈয়ার হইয়াছে। অন্যদিকে ছাত্রদল প্রতিষ্ঠার পর হইতে দেশের অন্যতম বৃহত্তম ছাত্র সংগঠন হইলেও এই প্রতিযোগিতায় পশ্চাতে রহিয়াছে। ধারণা করা হয়, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সমগ্র মেয়াদে তৎকালীন সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নিপীড়ন-নির্যাতনের কারণে ছাত্রদল প্রকাশ্যে বা গোপনে শিক্ষাঙ্গনে সাংগঠনিক তৎপরতা চালাইতে না পারিলেও ছাত্রলীগের মধ্যে গোপনে কাজ করিয়া ছাত্রশিবির দেশের প্রায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শক্তিশালী সাংগঠনিক ভিত্তি সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে। ইহার সহিত বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের আশীর্বাদ মিলিয়া উক্ত ছাত্র সংসদ নির্বাচনে নজিরবিহীন সাফল্য লাভ করিয়াছে।

অন্যদিকে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাফল্যের কারণে বিএনপির সরকার গঠনের পর স্বাভাবিকভাবেই সমগ্র দেশের ন্যায় শিক্ষাঙ্গনেও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ক্ষমতার পালাবদল ছাত্রশিবিরকে যদ্রুপ বেকায়দায় ফেলিয়াছে, তদ্রুপ ছাত্রদলের জন্য সুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে। তবে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রশিবিরের অবস্থান ধরিয়া রাখিবার চেষ্টার

বিপরীতে ছাত্রদলের অবস্থান পোক্ত করিবার চেষ্টার ফলে তথায় যেই পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিতেছে, তাহা শিক্ষাঙ্গনে বিগত সময়ের দখলদারিত্বের রাজনীতির প্রত্যাবর্তনের শঙ্কাই জাগাইয়া তুলিয়াছে। উদ্বেগের বিষয়, এই দখলদারিত্বের রাজনীতি অতীতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনই বিষাইয়া তোলে নাই; বহু সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীর জীবনও কাড়িয়া লইয়াছে। এই কারণেই ছাত্রদল, ছাত্রশিবিরসহ সকল সংগঠন জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর বিশেষত শিক্ষাজীবন ব্যাহতকারী রাজনীতি পরিহারের অঙ্গীকার করিয়াছিল।

আমরা মনে করি, তিন দিনের উত্তেজনার পর শুক্রবার উভয় সংগঠন যেই সংযম প্রদর্শন করিয়াছে, উহা অব্যাহত থাকুক। উভয় পক্ষই রাজনৈতিক স্বার্থে শিক্ষাঙ্গন দখলে রাখিবার মানসিকতা পরিহার করুক; সকল সংগঠনের শান্তিপূর্ণ তৎপরতার পরিবেশ গড়িয়া উঠুক। এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এবং সরকার, বিশেষত বিএনপি-জামায়াতের নেতৃবৃন্দও ভূমিকা রাখিবেন বলিয়া আমাদের প্রত্যাশা।